প্রথম আলো

তারিখ 6 MAY 2013
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সংবর্ধনাবিলাস

তদন্ত করুন, দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

রোম যখন পুড়ছিল, তখন গণবিরোধী সম্রাট নিরো নাকি মনের আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। বাংলাদেশে 'গণমুখী' সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোতাহের হোসেন নিরোর চেয়ে এক কাঠি এগিয়ে আছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। সাভারের ভয়াবহ ভবনধসের ঘটনার পর সারা দেশের মানুষ যখন শোকে মুহ্যমান, তখন প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মহোদয় লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জে সাড়ম্বরে সংবর্ধনা নিয়েছেন।

প্রথম আলোয় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার প্রতিমন্ত্রীর এই সংবর্ধনার জন্য জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ১৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছুটি এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। এর আগে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ২ থেকে ১৩ মে পর্যন্ত তিনটি উপজেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ভ্রমণসূচি ঘোষণা করেছিল। সময়সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকালে গণিত পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রতিমন্ত্রীর সংবর্ধনার কারণে কালীগঞ্জের ১৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেই পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

সাভারের ভবনধসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী যখন বিরোধী দলকে সব কর্মসূচি স্থগিত রাখতে বলেন, তখন প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কীভাবে শিক্ষক সমিতির সংবর্ধনা নিলেন? তা-ও শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা স্থগিত রেখে। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সংবর্ধনার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে এক হাজার টাকা চাঁদা নেওয়ার অভিযোগটি আরও গুরুতর।

চাঁদা তুলে প্রতিমন্ত্রীকে যাঁরা সংবর্ধনা দিয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সহজ। তাঁকে খুশি করে কিছু সুবিধা আদায় করতে চান। কিন্তু প্রতিমন্ত্রী মহোদয় কেন সেই সংবর্ধনা নিলেন? আমরা পুরো ঘটনার তদন্ত দাবি করছি। শিক্ষক সমিতির যে নেতারা প্রতিমন্ত্রীর সংবর্ধনার জন্য পরীক্ষা স্থগিত করার আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। আর মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদেরও এ ধরনের সংবর্ধনাবিলাস থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এসব সংবর্ধনার পেছনে যে অর্থ ও সময় ব্যয় হয়, সেসব প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্যয় করলে দেশ ও জনগণ উপকৃত হতো।